কৃষিই সমৃদ্ধি

সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্য তেল ফসল। বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ১১৩৬ কেজি। বিভিন্ন জাতরে সরিষার বীজে প্রায় ৪০-৪৪% তেল থাকে। খৈলে প্রায় ৪০% আমিষ থাকে। তাই খৈল গরু ও মহিষের জন্য খুব পুষ্টিকর খাদ্য। ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকার তেল ও তেলবীজ আমদানি করা হয়। তাই তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য তেল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী তিন বছরের মধ্যে ভোজ্যতেলের চাহিদার ৪০ ভাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করার লক্ষ্যে ডিএই সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং তা বাস্তবায়নে জোড়ালোভাবে কাজ করছে। ধানের উৎপাদন না কমিয়ে উচ্চফলনশীল এবং স্বল্প মেয়াদি আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে খুব সহজে সরিষা চাষ করে ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য দরকার সঠিক জাতের আমন, সরিষা ও বোরো ধানের চাষাবাদ। বিগত রবি মৌসুমে নবীগঞ্জ উপজেলায় ৩৪০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়। ২০২২-২৩ রবি মৌসুমে এ উপজেলায় ৬৬০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং কৃষকদের সার্থক পরিশ্রমের মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব বলে আশা করা যায়।

ধানের আবাদ না কমিয়ে সরিষার আবাদ বাড়ানোর কার্যকর শস্যবিন্যাস

স্বল্প জীবনকালীন আমন ধান → স্বল্পমেয়াদি সরিষা → স্বল্প জীবনকালীন বোরো ধান

❖ সেচ স্বল্পতার জন্য যে সকল জমিতে বোরো ধান আবাদ করা সম্ভব হয় না সে সকল জমিতে সেচ সাশ্রয়ী স্বল্পমেয়াদি/দীর্ঘমেয়াদি সরিষা সহজেই চাষ করা যায়।

"স্বল্প মেয়াদের আমন আর বোরো মাঝে উচ্চ ফলনশীল সরিষা করো,
তেলের অভাব ফুরিয়ে যাবে গোলা ভরা ধানও পাবে"

স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন আমন ধান ও সরিষার জাত

আমন ধানঃ **ব্রি ধান ৭৫** (১১৫ দিন), **ব্রি ধান ৮৭** (১২৭ দিন), **ব্রি ধান ৯০** (১২২ দিন), **বিনা ধান ০৭** (১১৫-১২০ দিন), **বিনা ধান ১৭** (১১২-১১৮), এবং **বিনা ধান ২২** (১১২-১১৫ দিন)।

সরিষাঃ **বারি সরিষা -১২** (৭৮-৮৫ দিন), **বারি সরিষা -১৪** (৮০-৮৫ দিন), **বারি সরিষা -১৫** (৮০-৮৫ দিন), **বারি সরিষা -১৭** (৮২-৮৬ দিনে), **বিনা সরিষা-৪** (৮০-৮৫ দিন), **বিনা সরিষা-৯** (৮০-৮৪ দিন), **বিনা সরিষা-১০** (৭৮-৮২ দিন) ইত্যাদি।

সরিষা রোপণের সময়ঃ ১লা নভেম্বর/১৬ই কার্তিকের মধ্যে সরিষার বীজ বপণ করা ভালো তবে ১৫ই নভেম্বর/৩০শে কার্তিক পর্যন্ত সরিষার বীজ বপন করা যেতে পারে।

সরিষাতে প্রয়োজনভেদে হালকা সেচ ও সারের উপরি প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। সরিষাতে তেমন রোগ ও পোকার আক্রমণ হয় না। ৮০% সরিষা পেকে গেলে সকালের দিকে সরিষা কর্তন করতে হবে। তারপর জাগ দিয়ে রাখতে হবে। তারপর মাড়াই, ঝাড়াই ও শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। ১ কেজি সরিষা থেকে ৩৫০- ৪০০ গ্রাম তেল উৎপাদন হয়। তাই আসুন জমি পতিত না রেখে উচ্চফলনশীল ও স্বল্প জীবনকালীন সরিষা চাষ করি। দেশকে সমৃদ্ধ করি। **সরিষা উৎপাদন বিষয়ে প্রযুক্তিগত বিস্তারিত পরামর্শ, উপকরণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকতা বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।**

প্রচারেঃ উপজেলা কৃষি অফিস, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।